২৫-০৪-১৮ প্রাতঃ মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা :- যোগের দ্বারাই শক্তি আসবে, অনেক জন্মের পুরানো স্বভাব দূর হবে, সর্বগুণও ধারণ হবে, তাই যতটা সম্ভব বাবাকে স্মরণ করো"

প্রশ্ন :- তোমরা বাচ্চারা এখন কোন্ রেস করছো ? সেই রেসে কখন পরিশ্রম মনে হয় ?

উত্তর :- তোমরা বাচ্চারা এখন বিজয় মালার দানা হওয়ার রেস করছো । এই রেসে কেউ কেউ খুব সুন্দর দৌড়ায়, কেউ আবার পরিশ্রান্ত হয়ে যায় । এই পরিশ্রান্ত হওয়ার কারণ, পড়ার প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগ না দেওয়া । ফলে ব্যবহারের পরিবর্তন হয় না । এইসব বাচ্চাদের উপর সন্দেহ হয় যে এরা ভবিষ্যতে এখানে থাকতে পারবে না । কাম বা ক্রোধের বশীভূত হওয়ার কারণেই এই ক্লান্তি আসে তখন তারা বলে, এখন আমরা উন্নতি করতে পারবো না, যা হবে, দেখা যাবে । এও তো এক আশ্চর্য, তাই না ।

গীত :- কেউ আমাকে আপন বানিয়েছে .....

ওম্ শান্তি । ভগবান উবাচঃ, বাচ্চাদের এই কথা বোঝানো হয়েছে যে, মানুষ বা দেবতাকে কখনোই ভগবান বলা যাবে না । পরমাত্মা হলেন একজনই, যাঁর মন্দির তৈরী হতে থাকে, যাঁকে শিব বা সোমনাথ বলা হয়, তিনি এসেই বাচ্চাদের বলেন -- মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা, আমাকে তোমাদের সেই ঘরে স্মরণ করো, আমি সেই পরমধামের নিবাসী । আমি এখন এই শরীরে এসে তোমাদের বলি, তোমাদের এখন সেখানেই স্মরণ করতে হবে, যেখানে তোমাদের যেতে হবে । এমন নয় যে, এখানে স্মরণ করতে হবে । আমি এখানে এসেছি, তোমাদের বুদ্ধিযোগ ওখানে লাগানোর অভ্যাসের জন্য । হে বাচ্চারা, তোমরা আমাকে তোমাদের পরমধামের ঘরে স্মরণ করো । এ তো তোমরা বুঝতেই পারো যে, এই তমোগুণী দুনিয়ায় এক একজনের এক এক রকম সংস্কার । যারা খুব ভালোভাবে ধারণা করবে তাদের অবশ্যই ভালো বলা হবে । কেউ আবার এমনও আছে, যাদের যতই বোঝাও না কেন, পরিবর্তন হয় না । শ্রীমত অনুযায়ী চলে না তারা । এদের জন্য মনে করা হয় এরা অজামিল তুল্য, না পড়লে তাদের অধগতি হবে এবং কনিষ্ঠ পদ পাবে । উত্তম, মধ্যম এবং কনিষ্ঠ --- এই তিন প্রকারের পদ হয় । তাই যারা শ্রীমতে চলে না, তাদের জন্য মনে করা হয় এরা অজামিলের থেকেও বেশী অজামিল । জন্ম জন্মান্তর ধরে এমন কিছু পাপই করে এসেছে । যদিও কারোর এই জন্ম ভালো হোক বা খারাপ, এই পড়া পড়লে সকলেই উঁচু পদ পেতে পারে । এখন তোমরা বাচ্চারা জানো, আমরা কিভাবে ৮৪ জন্ম পার করেছি । আমরা ভবিষ্যতের উঁচু পদের জন্য এখন পড়ছি । বাবা বলেন, তোমাদের মনের দর্পণে নিজেদের চাল - চলনকে দেখো । বাবা বার বার বাচ্চাদের বুঝিয়ে বলেন, নিজের চাল - চলন পরিবর্তন করো । যারা মনে করবে, আমরা স্বর্গের উপযুক্ত হচ্ছি তারা অন্যকেও তেমন করতে পারবে । তাদের চাল - চলনে বুদ্ধির অনেক তফাত হবে । এই দেবত্বই দেখাতে হবে, অসুরত্ব দেখালে পদ ভ্রষ্ট হয়ে যাবে । বাস্তবে আমরা সকলেই কবরে শায়িত । এতেও এক নম্বর হলো ভারত । প্রথমে এক নম্বর পরীস্থান ছিলো এখন তা হলো কবরস্থান ।

বাবা বোঝান যে, নিজের মুখ তো দেখো যে, তোমরা দৈবী চলনে চলার যোগ্য কি ? তোমরা মনে করো কি, আমরা শ্রীমতে চলছি ? মাম্মা - বাবা বা অন্য বাচ্চাদের সমান গুণ এসেছে কি ? কাম

তো ছেড়েছি কিন্তু ক্রোধের ভূত আমার মধ্যে নেই তো ?এই দুই ভূত খুবই খারাপ । ক্রোধে তো একে অপরকে জ্বালিয়ে দেয় । এ খুবই বড় ভূত, একেও দূর করা দরকার । দেখতে হবে, আমার মধ্যে কোনো অপগুণ নেই তো ? যদি আমি শ্রীমতে না চলি তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে । শ্রীমত এই কারণেই মেলে যাতে আত্মা ভালো হয়ে যায় , অবিনাশী হয়ে যায়, কিন্তু যতক্ষণ না যোগ করবে ততক্ষণ কিছুই শুধরে যাবে না । যত বাবাকে স্মরণ করবে ততই শক্তি আসবে আর গুণ যদি ধারণ না করো তাহলে পদে পদে মায়া থাপ্পড় মারবে । তোমরা প্রতিজ্ঞা করবে যে আমরা ক্রোধ করবো না কিন্তু পাঁচ মিনিট পরেই আবার ক্রোধ করে ফেলবে । জন্ম জন্মান্তরের অভ্যাস আছে তা দূর করতে সময় লাগবে । এই ভূতেদের বশ করতে হবে । লোভ, মোহ এ সব হলো এদের ছোটো – ছোটো বাচ্চা । বিকারের ভূতই হয় নম্বর অনুসারে । প্রথমে হলো অশুদ্ধ অহংকার তারপরে কাম আর ক্রোধ ----- এই শিক্ষা আর কোথাও দিতে পারবে না । তাই বাচ্চারা দেহী – অভিমানী হও । দেহীকে স্মরণ করো । সন্ন্যাসীরা তো নিজেদেরই পরমাত্মা মনে করে, তারা বলে আত্মাই হলো পরমাত্মা । বাবা বলেন, তোমরা কি দেহী আত্মা নাকি দেহী পরমাত্মা ? এত সব পরমাত্মা কি করে হবে ! পরমাত্মা তো জন্ম – জন্মান্তর রহিত । তাঁকে বলা হয় পরমপিতা পরমাত্মা । তিনি বসেই বাচ্চারা তোমাদের বোঝান । এখন খুব শীঘ্র পুরুষার্থ করো, মৃত্যু তো যে কোনো সময়ই এসে যেতে পারে তখন কিছুই করতে পারবে না । অনেক প্রকারের অ্যাক্সিডেন্ট হতে থাকবেন । বিপর্যয় এলো বলে । আজ করবো – কাল করবো করে মরে যাবে তখন আর পদ পেতে পারবে না । সুপুত্র বাচ্চারা তো শিব বাবার আজ্ঞাকারী এবং বিশ্বাসী হয় । বাবা তাঁর সব বাচ্চাদেরই জানেন । রাবণ সবাইকে নোংরা করে দিয়েছে । এর নামই হলো ডেভিল ওয়ার্ল্ড, আসুরী দুনিয়া । এখন বাবা তোমাদের দেবতা বানাচ্ছেন । শ্রীমতে চললেই তা হতে পারবে । স্কুলে যেমন পড়ানোও হয় তেমনই ব্যবহারও শেখানো হয় । এখানেও তেমন ব্যবহার শেখানো হয় । মুখ্য হলো দৈবী চলন । অশুদ্ধ অহংকার খুবই খারাপ । এ সবাইকে পতিত করে । মুহূর্তেই দেহ – অভিমান এসে যায় । বাবা বলেন যে, নিজেকে আত্মা মনে করো আর আমাকে স্মরণ করো তাহলেই তোমরা আমার কাছে চলে আসবে । মায়া তো সকলেরই পাখা কেটে দিয়েছে । কেউই ফিরে যেতে পারে না । না হলে তো আত্মা ওড়াতে কত তীক্ষ্ণ । কিন্তু পরমধামে কেউই ফিরে যেতে পারে না । পতিত পাবন বাবা ছাড়া কেউই পবিত্র নিরাকারী দুনিয়াতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে না আর না পবিত্র সাকারী দুনিয়াতে আসতে পারবে । মানুষ এই আসা – যাওয়াকেও বুঝতে পারে না, কিন্তু যখন বিনাশ হবে -- মশার মতো বাবা সবাইকে নিয়ে যাবেন , তখন কি হবে ? কিছুই বুঝতে পারে না । বাবা এসেছেনই নতুন দুনিয়া, আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম স্থাপন করতে । এ কেউ থোড়াই বুঝতে পেরেছে যে, গীতার ভগবান লক্ষ্মী – নারায়ণের রাজত্ব স্থাপন করেছিলেন । যখন মহাভারতের লড়াই শুরু হয়েছিলো তখন বরাবর রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞের রচনা করেছিলেন যার থেকে বিনাশ জ্বালা প্রজ্জ্বলিত হয়েছিলো আর বিনাশও হয়েছিলো, যাঁদের তিনি রাজযোগ শিখিয়েছিলেন তাঁরা রাজার রাজা লক্ষ্মী – নারায়ণ হয়েছিলেন । তোমরা জানো যে, আমরা ভগবানের কাছে পড়ি । এই পড়া পড়েই আমরা স্বর্গের মালিক হচ্ছি । আগে তো খৃষ্টানদের রাজ্য ছিলো । এখন এই ভারতবাসী মনে করে আমরাই মালিক কিন্তু তোমরা জানো যে আমরা সারা বিশ্বের মালিক হই । বাবা এসেই মানুষকে দেবতা করেন । মানুষ থেকে দেবতা তিনি কবে বানিয়েছিলেন, কিভাবে বানিয়েছিলেন তা কারোরই বুদ্ধিতে নেই । যদিও মানুষ শাস্ত্র পাঠ করে তবুও কিছুই বোঝে না । এখন তোমরা এই কথা বলতে পারো । বাচ্চারা, এখন তোমাদের দৈবী গুণ ধারণ করতে হবে । তোমাদের বাবার শ্রীমতে চলতে হবে, না হলে

এই পাখা ভেঙ্গে যাবে । জ্ঞানের সম্পূর্ণ ধরণা হলে দৈবী ব্যবহারও এসে যাবে । মানুষ তো সবাই দেহ – অভিমানী, কোনো না কোনো অপগুণ আছেই ।

বাবা খুব ভালো করে বোঝান । গীতায়ও আছে যে, ভগবান উবাচঃ । তিনি বলেন -- হে বাচ্চারা আমি তোমাদের পড়াতে এসেছি । মানুষ তো জজ বা ব্যারিস্টার হয়ই । আমি তোমাদের আবার স্বর্গের মালিক বানাতে এসেছি । আমি হলাম স্বর্গের রচয়িতা । আমি কল্পে কল্পে এসে বাচ্চারা তোমাদের স্বর্গের মালিক বানাই । তোমরা এই সময় মহান ভাগ্যশালী হতে চলেছো । এই খেলাই হলো এমন । মায়া তোমাদের দুর্ভাগ্যশালী করে । নম্বর তো আছেই, কেউ ১০০% কেউ ৯০% কেউ ৮০%, যে যত পড়বে, তত নম্বর আসবে । তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে – রুদ্রমালায় যেন এক নম্বরে গ্রথিত হতে পারো । স্টুডেন্ট যেমন এক ক্লাস থেকে অন্য ক্লাসে গেলে, সেই নতুন ক্লাসে গিয়ে বসে । যেমন মার্কস আসবে, সেই হিসাবে নম্বরে আসবে । তারপর এমনভাবেই নম্বর হিসাবে ট্রান্সফার হয়ে যাবে । এখানেও তোমরা আত্মারা পড়ে নম্বর অনুসারে রুদ্রমালায় গ্রথিত হবে । ওদের তো ঝাড় বড় । তারপর সেখান থেকে বিষ্ণুর বিজয় মালায় নম্বর অনুসারে এসে গদিতে বসবে ।

তোমরা হলে ব্রহ্মাকুমার – ব্রহ্মাকুমারী কিন্তু এই সময় তোমাদের মালা নেই কেননা এই সময় রেস চলছে । আজ খুব ভালো দৌড়াচ্ছো, কাল আবার দাঁড়িয়ে গেলে । আজ যাঁকে বাবা বললে, কাল আবার তাঁকে তালাক দিয়ে দিলে । অনেকের উপরই সন্দেহ হয়যে তারা ঠিকমতো পড়ে না, না তারা সুন্দর ব্যবহার করা শিখতে পারে তখন বিরক্ত হয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে । বাবাকে ছেড়ে দেয় তারা । সেন্টারে এমন অনেক বাচ্চা আছে যারা মনে মনে বুঝতে পারে যে আমরা পরিশ্রান্ত হয়ে গেছি । এখন আর উঠতে পারবো না । যা হবে তা দেখা যাবে । এক নম্বর কাম শত্রু তো খুবই অস্থির করায় । ক্রোধীরাও বিরক্ত হয়ে ছেড়ে দেয় । এ তো অতি আশ্চর্য । সাজন অথবা ভক্তদের ভগবান এসে ফুলের মতো সুন্দর করার জন্য পড়ান, তাঁকেও তারা ছেড়ে দেয় । বাবা অথবা সাজন কিন্তু কাউকেই ছাড়ে না । সজনীরা যদি ছেড়ে দিয়ে চলে যায় তখন বাবা আর কি করতে পারে । তারা বিশ্বাসঘাতক হয়ে যায় । বাবা তো বলেন, আমি তোমাদের সাজন, তোমাদের স্বর্গের মহারাণী বানাতে এসেছি, রাবণের জেল থেকে মুক্ত করে তোমাদের অশোক বাটিকাতে নিয়ে যেতে এসেছি । তবুও তোমরা শ্রীমতে না চলে রাবণের দিকে চলে যাও । তীর্থ থেকে যেমন অনেকেই ফিরেও আসে, তারা স্বচ্ছ হৃদয়ে যায় না । এখন আমি তোমাদের রুহানী যাত্রায় নিয়ে যাই ।

তোমরা জানো যে এই শরীর ছেড়ে আত্মারা পরমধামে চলে যাবে তারপর তাদের পুরুষার্থ অনুসারে এসে পদ পাবে । তোমরা বুঝতে পারো যে, আমরা আমাদের চলন অনুসারে কি পদ পাবো । অজ্ঞান অবস্থায়ও কোনো কোনো বাচ্চা বাধ্য, আজ্ঞাকারী হয়, কেউ আবার ধুরন্ধর হয়ে যায় । এখানেও সেই অবস্থা । যতই বোঝাও না কেন তাও নিজেদের জেড থেকে সরে আসে না । এমন কুপুত্রও থাকে । তারা বুঝতেই পারে না যে এই চলনে আমাদের কি পদ হবে ? বাবা বারবার বোঝান, তবুও তারা ভুলে যায় । যেমন গর্ভজেলে মনে করে আমরা কিছুই করবো না, আবার বাইরে এসে যেমন তেমনই হয়ে যায় । এই বাচ্চারাও তেমনই একদম বুদ্ধিতে ধারণ করতে পারে না । নম্বর অনুসারে হয়, বোঝা যায় যে, এ গডলী বুলবুল নাকি নয় । যারা সার্ভিসে তৎপর এমন সুপুত্ররাই সবসময় বাবার হৃদয়ে থাকতে পারে । তারা জানে যে আমরা এই শরীরকে স্বাহা করেছি, এর আর কি আছে । মা – বাবা তো এমন কথা বলেন না যে, দিন – রাত সার্ভিস করো । আট ঘন্টা আরাম করো, আট ঘন্টা

সার্ভিস করো আর আট ঘন্টা বাবাকে স্মরণ করো । কাউকে ছবি দেখিয়ে বোঝানোতে থোড়াই দেরী লাগে । এই শিববাবা তোমাদের বাবা আর আমরা নিরাকারী আত্মারা হলাম তাঁর সন্তান । পরমপিতা পরমাত্মার নাম কখনো শুনেছো কি ? বরাবর পরমপিতা পরমাত্মা এসে প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা নতুন মনুষ্য সৃষ্টির স্থাপন করেন । তিনি পুরানোকে নতুন করে তোলেন । সেই গ্র্যান্ড ফাদারের থেকে তোমরা প্রপার্টি পাও । তিনি বলেন, কেবল আমাকে স্মরণ করো । সেই বাবাকেই সমস্ত ভক্তরা স্মরণ করে যে, আমাদের এই দুঃখ থেকে মুক্ত করো । তিনি ব্রহ্মার মধ্যে প্রবেশ করে বাচ্চাদের তাঁর আশীর্বাদী বর্সা দিতে আসেন । তিনি বলেন, আমি এনার দ্বারা আত্মাদের পবিত্র বানিয়ে রাজত্বের জন্য জ্ঞান আর যোগ শিখিয়ে সাথে করে নিয়ে যাবো । তারপর সেখান থেকে তোমাদের স্বর্গে পাঠিয়ে দেবো । তোমরা যা করবে, তাই পাবে । বাবা কত বুঝিয়ে বলেন । বাবার মতি – গতিই পৃথক । তিনি কিভাবে সকলের সদ্গতি করেন, কিভাবে রাজধানী স্থাপন করেন, তাই তো মানুষ তাঁর মহিমা করে । এই কথা দুনিয়া একদমই জানে না । বাবা কিভাবে শ্রীমত দেন, তিনি আমাদের কি থেকে কি করে তোলেন । তাই এমন বাবাকে স্মরণ করা উচিত । তাঁর মতে চললেই তোমরা এমন লক্ষ্মী – নারায়ণ তুল্য হতে পারবে । কথিত আছে না --- ব্রহ্মাও যদি নেমে আসে .....এখানেও এমনই । কেউ কেউ তো শিব বাবাকে জানেই না । কেবল মাম্মা – বাবা বললে থোড়াই হৃদয়ে বসতে পারবে । মাম্মা – বাবা জানেন, কে আমাদের আর তারা কি কি হবে । না পড়লে আর কি হবে ? প্রত্যেকের চলন দেখেই বোঝা যায় । আর এমন কোনো পড়া নেই যেখানে জানা যায় যে -- আমরা ৮৪ জন্ম কিভাবে ভোগ করে এসেছি । আমি তোমাদের ভবিষ্যতের প্রিন্স – প্রিন্সেস হওয়ার জন্য রাজযোগ শেখাচ্ছি । এই বাবা যখন বলছেন, তখন তো পুরুষার্থ করা উচিত । এই সম্পূর্ণ রাজধানী এখন স্থাপন হচ্ছে । এমন নয় যে, একবার ফেল করলে আবার তোমরা পড়তে পারবে । এখানে তো রাজধানী স্থাপন হচ্ছে, এখানে আমি সমস্ত পদের সাক্ষাৎকার করাই, তাই তোমাদের শ্রীমত অনুযায়ী চলা উচিত । ব্রহ্মার মতও তো বিখ্যাত । সেখানে তো তোমরা শ্রী শিবের মত বা কৃষ্ণের মত পাবে না । সেখানে তো সবাই প্রালব্ধ ভোগ করে । সেখানে সকলের মতই শ্রেষ্ঠ । কেবল উঁচু বা নীচু পদ থাকে । রাজা তো রাজাই । আর প্রজা প্রজাই । সুপুত্র সেই যে বাবার শ্রীমতে চলে সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করে বাবার নাম উজ্জ্বল করে দেখাতে পারে । আচ্ছা ।

মিষ্টি – মিষ্টি সিকিলিধে বাচ্চাদের প্রতি বাপদাদার স্মরণ – ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । স্মরণ – ভালোবাসা দেওয়ার পরে ব্রাহ্মণ কুল ভূষণ স্বদর্শন চক্রধারী বাচ্চাদের জিজ্ঞেস করছেন যে বলো, শিব বাবাকে আকাশের মতো ভালোবাসো নাকি ব্রহ্ম – তত্বের মতো ভালোবাসো ? বলো তোমরা এক একজন, কতোখানি ভালোবাসো তোমরা ? আচ্ছা । রুহানী বাচ্চাদের রুহানী বাবার নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) গডলী বুলবুল হয়ে বাবার নাম উজ্জ্বল করতে হবে । জ্ঞান ধারণ করে নিজের ব্যবহার খুব সুন্দর করতে হবে ।

২) বিজয় মালায় গ্রথিত হওয়ার রেস করতে হবে । কখনোই বিরক্ত হয়ে ব্রাহ্মণ জীবনে পরিশ্রান্ত হয়ে যেও না । সর্বদা শ্রীমত অনুযায়ী চলতে হবে ।

বরদান :- মালিকত্বের স্থিতিতে থেকে প্রকৃতির কাছে সহযোগের মালা পড়ে প্রকৃতিজিত হও

প্রকৃতি এখন তোমাদের অর্থাত মালিকদের আহ্বান করছে । চারিদিকে প্রকৃতির তত্ব অস্থিরতা তৈরী করবে কিন্তু যেখানে তোমরা অর্থাৎ প্রকৃতির মালিকরা থাকবে, সেখানে প্রকৃতি তোমাদের দাসী হয়ে সেবা করবে, তোমরা কেবল প্রকৃতিজিত হয়ে যাও তাহলে প্রকৃতি তোমাদের সহযোগের মালা পরাবে । যেখানে তোমাদের প্রকৃতিজিত ব্রাহ্মণদের পা পড়বে, সেখানে কোনো ক্ষতিই হতে পারবে না । তুফান আসবে, ধরণী দুলতে থাকবে, কিন্তু বাইরে যা শূল এখানে তা কাঁটার তুল্য । সবাই তোমাদের কাছে স্থূল বা সূক্ষ্ম আশ্রয় নেওয়ার জন্য দৌড়ে আসবে ।

স্লোগান :- অলৌকিক সুখ এবং মনরসের অনুভব করতে হলে মনমনাভব স্থিতিতে থাকো ।